দৈনিক ইত্তেফাক

23

তারিখ ... OCT. 22 1999 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 4

কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন

'কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও'— আন্দোলন সার্থক করার লক্ষ্যে অতি সত্বর মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে কৃষি খাত থেকে। সীমিত কৃষিভূমি থেকে জোগান দিতে হয় বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য সম্ভার। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫% লোকের বসবাস গ্রামে। ৮০% লোকের কর্মসংস্থান হয় কৃষি খাতে। একবিংশ শতাব্দীতে এ দেশকে আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভের জন্য এবং দেশের জনশক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার একটিমাত্র ক্ষেত্র হলো কৃষি। আর এই কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে হলে প্রয়োজন সুস্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে কৃষি শিল্পের বিকাশ ঘটানো। আমরা শিক্ষিত কৃষক তৈরির মাধ্যমে কৃষি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে এ দেশকে সত্যিকার সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারি।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৯৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষি শিক্ষাকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৭ সালে কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছে।

দেশের কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা গড়ে ৫% এসএসসি, ১০% ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী, বাকি ৮৫% পঞ্চম শ্রেণীর নিচে। তাদের পক্ষে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি মাঠে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে তাতে আধুনিক চাষাবাদ, ফসল উৎপাদন, শাকসবজি, ফুল ও ফল উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, সুষম খাবার ও পুষ্টি, নার্সারি স্থাপন, পশুখাদ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, রেশম চাষ, মৌমাছি পালন ইত্যাদিতে জ্ঞান অর্জন করে কৃষি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। কাজেই কৃষি খাতের অগ্রগতির জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিবিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ডি, কৃষিবিদ মোঃ জহিরউদ্দীন
সাংগঠনিক সম্পাদক
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সোসাইটি
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা